ঈদে মিলাদুন্নবী: মানবতার মুক্তির দিশারীর জন্মদিনে শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ব ও অনুপ্রেরণার বার্তা



সংগৃহীত ছবি

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) হলো প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও ওফাত দিবস। এ দিনে মুসলমানরা ইবাদত, দোয়া ও আলোচনা সভার মাধ্যমে তাঁর জীবন, আদর্শ ও মানবতার মুক্তির বার্তা স্মরণ করে।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে এক অনন্য ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত, সর্বশেষ নবী ও রাসূল হজরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। একই দিনে তিনি ইন্তেকালও করেন। তাই মুসলিম সমাজে এ দিনটি একদিকে আনন্দের, অন্যদিকে শোক ও ভাবগম্ভীরতার প্রতীক।

বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে এ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। মসজিদ, মাদ্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ দোয়া মাহফিল, মিলাদ, কোরআন খতম ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রাসূল (সা.)-এর প্রতি শোকরানা ও ভালোবাসা প্রকাশের পাশাপাশি মুসলমানরা তাঁর আনা দীন ইসলামকে নতুনভাবে উপলব্ধি ও অনুসরণের চেষ্টা করেন।

প্রিয়নবী (সা.)-এর জীবন ছিল মানবতার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দিশারি। তিনি অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অমানবিকতা, বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর প্রচারিত শিক্ষা হলো শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, সত্য ও ন্যায়বিচার। তাই ঈদে মিলাদুন্নবী শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় দিন নয়, বরং মানবতার মুক্তির আলো ছড়ানো ও সমাজে ঐক্যের বার্তা ছড়ানোর দিনও বটে।

আজকের বিশ্বে যখন হিংসা, বিভেদ ও সংঘাত ক্রমেই বাড়ছে, তখন রাসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করা মানবজাতির জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। তাঁর শিক্ষা, চরিত্র ও নৈতিকতা আমাদের সমাজ ও জাতিকে সত্যিকার অর্থে কল্যাণ, ঐক্য, শান্তি এবং মানবিকতার পথে পরিচালিত করতে পারে।